

138630 - হজ্জের মাধ্যমে ব্যক্তির দায়িত্বে অর্পণ ফরয অধিকারসমূহ যমেন কাফফারা কথিবা ঋণ রহতি হয় না

প্রশ্ন

আলহামদু লিল্লাহ, গত বছর আমার ফরয হজ্জ আদায় করার সুযোগ হয়েছে। আপনারা জানেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে বলছেন: “মাবরুর হজ্জের প্রতিদিন জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়”। কোন মুসলিম যখন হজ্জ আদায় করে তখন তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়, সে হজ্জ থেকে নবজাতকের মত ফরি আসে, ফতিরতরে (স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতির) অবস্থায় ফরি আসে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- বগিত দুই বছরে আমি যে রোযাগুলোর কাযা আদায় করিনি হজ্জ আদায় করার পরেও কি আমাকে সে রোযাগুলোর কাযা পালন করতে হবে? নাকি হজ্জ আদায় করার কারণে আল্লাহ আমার পূর্বের সবগুনাহ মাফ করে দিবেন? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদিন দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হজ্জের ফজলিত সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যে হাদিসগুলো নরিদশে করে যে, হজ্জ করার কারণে গুনাহ মাফ হবে, পাপ মোচন হবে, মানুষ নবজাতকের মত ফরি আসবে। আরও জানতে দেখুন [34359](#) নং প্রশ্নোত্তর।

তবে, এ ফজলিত ও সওয়াব ব্যক্তির দায়িত্বে অর্পণ ফরয অধিকারগুলোকে রহতি করে দেয় না। সে অধিকারগুলো আল্লাহর প্রাপ্য হোক; যমেন- কাফফারা, মানত, অনাদায়কৃত যাকাত, অনাদায়কৃত রোযা, কথিবা সগেলো বান্দার অধিকার হোক; যমেন- ঋণ ও এ জাতীয় অন্য কিছু। অতএব, হজ্জ গুনাহ মাফ করে; কিন্তু আলমেদরে সর্বসম্মতক্রমে অধিকারগুলোকে রহতি করে না।

উদাহরণতঃ যে ব্যক্তির ময়ানরে কাযা রোযা পালনে বনি ওজরে বলিম্ব করছেন এরপর মাবরুর হজ্জ আদায় করছেন তার হজ্জের কারণে বলিম্ব করার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে; কিন্তু রোযাগুলোর কাযা পালন করার দায়িত্ব রহতি হবে না।

‘কাশশাফুল ক্বনি’ গ্রন্থে (২/৫২২) বলেন: দুমাইর বলেন, সহহি হাদিসে এসেছে- “যে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করলেন; কিন্তু

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কোন পাপ কথা বা পাপ কাজে লিপ্ত হননি তিনি ঐ দিনের মত হয়ে ফরিৎ আসবনে যদেনি তার মা তাকে প্রসব করছেলি”। এ হাদিসটির বখান আল্লাহর অধকার সংশ্লিষ্ট পাপরে জন্থ খাস; বান্দার অধকার সংশ্লিষ্ট পাপরে ক্ষত্রেরে নয় এবং এর বখান কোন অধকারকে রহতি করবে না। অতএব, যার উপর নামায কথিবা কাফফারা জাতীয় আল্লাহর অধকাররে কোন দায়তিব অবশষ্টি আছে এগুলো রহতি হবে না। কারণ এগুলো হচ্ছ- অধকার; পাপ না। পাপ হচ্ছ- বলিম্ব করা। তাই বলিম্ব করার গুনাহ হজ্জরে মাধ্যমে রহতি হবে; কন্তি সো দায়তিবটিনয়। সুতরাং হজ্জ আদায় করার পর রযোগুলোর কাযা পালনে কটে যদি বলিম্ব করে এতে করে তার নতুন আরকেটি গুনাহ হবে। তাই মাবরুর হজ্জরে মাধ্যমে আল্লাহর নরিদশে লঙ্ঘনরে গুনাহ রহতি হবে; অধকারগুলো নয়। তিনি ‘আল-মাওয়াহবে’ গ্রন্থে এ অভমিত ব্যক্ত করেনে”।[সমাপ্ত]

ইবনে নুজাইম (রহঃ) তাঁর ‘আল-বাহরুর রায়কে’গ্রন্থে (২/৩৬৪) হজ্জরে মাধ্যমে কবরি গুনাহ মোচন হবে কনি এ সংক্রান্ত ইখতলিফ উল্লখে করার পর বলনে: সারকথা হচ্ছ-মাসয়ালাটি ধারণাভিত্তিকি। হজ্জরে মাধ্যমে আল্লাহর অধকাররে সাথে সম্পৃক্ত কবরি গুনাহ মোচন হবে- এমনটি অকাট্যভাবে বলা যাবে না; বান্দার অধকার সংক্রান্ত গুনাহ তো দূরে থাক। আর যদি আমরা এ কথা বলতি যো, হজ্জরে মাধ্যমে সব ধরণরে গুনাহ মোচন হবে এর অর্থ এ নয় যো, যমেনটি অনকে মানুষ ধারণা করে থাকে- হাজী ঋণ পরশিোধরে দায়তিব থেকে অব্যাহতি পাবে; আর না কাযা নামায, কাযা রযো ও অনাদায়কৃত যাকাত পরশিোধরে দায়তিব থেকে অব্যাহতি পাবে। কারণ এমন অভমিত কটেই ব্যক্ত করেনি। বরং উদ্দেশ্যে হচ্ছ- ঋণ আদায়ে গড়মিসিকরা ও দরৌ করার গুনাহ মাফ হবে এবং আরাফার ময়দানে অবস্থান করার পর যদি ঋণ পরশিোধে দরৌ করে তাহলে এখানে আবার গুনাহগার হবে। নামায বলিম্বো আদায় করার গুনাহ হজ্জরে মাধ্যমে মাফ হবে; অনাদায়কৃত নামাযরে কাযা পালনরে দায় মুক্ত হবে না। আরাফার ময়দানে অবস্থান করার পরপর কাযা পালন করা কর্তব্য; যদি পালন না করে তাহলে অবলিম্বো পালন করার মতামত অনুযায়ী সো গুনাহগার হবে। অন্যান্য আমলরে ক্ষত্রেরেও এ কয়িস প্রযোজ্য। মোটকথা হল: এ বিষয়টি অজ্ঞাত নয় যো, হজ্জ সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে এর সাধারণ অর্থো গ্রহণ করার কথা কটে বলেননি”।[সমাপ্ত]

মোদ্দাকথা: রমযানরে রযোর কাযা পালন আপনার উপর আবশ্যকীয়; কাযা পালন করা ছাড়া আপনি এ দায়তিব থেকে মুক্ত হবেন না।

আল্লাহই ভাল জাননে।